একটি ইচ্ছা

আরীশা নাইরিন

ঐতিহ্য

গল্পসূচি

একটি ইচ্ছা ৯
কে ছিল? ৪৫
শেষ বিদায় ৫১

একটি ইচ্ছা

রূপা আজ অনেক তাড়াতাড়ি উঠেছে। কারণ আজ সে পাখির খাবার একটু তাড়াতাড়ি দিতে চায়। প্রতিদিন সে পাখির খাবার দিতে দেরি করে। এজন্য মনে হয়ে পাখিরা তার ওপর রাগ করেই থাকে। সে পাখির খাবার দিয়ে বিছানায় বসল। সাথে সাথে তার অনেক শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। সে ইনহেলার নিচ্ছিল, হঠাৎ করে বারান্দা থেকে সুন্দর একটি কণ্ঠ শুনতে পেল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখল খুব সুন্দর একটি নীল রঙের পাখি বসে আছে। আরে!! এ তো নীলকণ্ঠ পাখি। এই পাখির ছবি সে পেপারে দেখেছে। রূপা হুইলচেয়ার নিয়ে সামনে দিকে আগাতে গেল। হুইলচেয়ারের শব্দে পাখিটা উড়ে গেল।

রূপার অনেক মন খারাপ হলো। সে হুইলচেয়ার নিয়ে বারান্দায় গেল। দেখল পাখিটা উড়ে যাচ্ছে। ইস!! সে যদি পাখিটার সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে পারত! ঠিক অন্যদের মতো। তাহলে সে অনেক জোরে দৌড়াতো।

অনেক জোরে। হয়তো এই ইচ্ছাটি একটি ইচ্ছাই থেকে যাবে। রূপা তার চোখের কোনা দিয়ে এক ফোঁটা পানি মুছে ফেলল।

হঠাৎ দরজায় বেল বাজল। রূপার বাবা-মা কেউ বাসায় নেই। সবাই অফিসের কাজে বাইরে গেছে। তাদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে বাড়িতে তার বাবা-মা না থাকলে সে কাজে ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। আজও সে তাড়াতাড়ি চলে গেছে। রূপার কোনো ছোট বা বড় ভাইবোন নেই। তবে তার মা তাকে বলেছে যে তার নাকি একটা ছোট বোন হবে। তার বাবা তাকে নাম ঠিক করতে বলেছে। যেহেতু বাসায় কেউ নেই তাই তাকেই গেট খুলতে হবে। রূপা খুব ধীরে ধীরে গেল গেট খুলতে। দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মনে ধৈর্যশক্তি বলে কিছু নেই মনে হয়। এর মধ্যে সে তিনবার বেল দিয়েছে। রূপা যখন গেট খুলল তখন দেখল যে বাইরে তার বজলু মামা দাঁড়িয়ে আছে। রূপার মনটা খুব খারাপ ছিল। বজলু মামাকে দেখে তার মনটা অনেক খুশি হয়ে উঠল। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বজলু মামা, বজলু মামা। তার পা থাকলে এতক্ষণে সে লাফিয়ে বজলু মামার গলা ধরে ঝুলে পড়ত। সে ভেবেছিল যে বজলু মামা হয়তো বলবে যে, এত চিৎকার করছিস কেন? আমি কি ভূত নাকি? তা না বলে বজলু মামা বলে উঠল যে, "কান

কোথায় রাখিস, অ্যাঁ? চারবার বেল দেওয়ার পরও শুনতে পাস না?" রূপা বলল, "চার বার না, মামা তুমি তিনবার দিয়েছ" । মামা এবার আগুনের মতো জ্বলে উঠে বলল, "আমার মুখে মুখে তর্ক! তিন আর চার এর মধ্যে পার্থক্য কী, অ্যাঁ?" রূপা বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার ভুল । এবার তুমি ভেতরে ঢুকো ।" বজলু মামা গজগজ করতে করতে ভিতরে ঢুকল । রূপা জানে বজলু মামা তার ওপরে এখন অনেক রাগ দেখালেও মামা তাকে অনেক ভালোবাসে । বজলু মামা ঘরে ঢুকে ড্রয়িং রুমে হাত-পা ছড়িয়ে বসল । তারপর বলল, "বাঘের মতো খিদা পেয়েছেরে রূপা! আমাকে কিছু খাওয়াতে পারবি? তুই না পারলে কাজের মেয়েটাকে বল কিছু একটা করে দিতে, যা ।" রূপা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কাজের মেয়েটা আজ বাড়ি চলে গেছে । কিছু খেতে চাইলে তোমার নিজেকেই বানিয়ে খেতে হবে ।" বজলু মামা বলল, "ঠিক আছে, চল দেখি রান্নাঘরে গিয়ে কিছু পাওয়া যায় কি না ।" কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে দেখা গেল চা ছাড়া কিছুই নেই । রূপা বলল, "মামা তুমি তাহলে চা ই খাও, আমি আসছি ।" কিছুক্ষণ পরে রূপা রান্নাঘরে এসে দেখল পুরা রান্নাঘরের ওপর দিয়ে সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে । রূপা চিৎকার করে বজলু মামাকে ডাকল । মামা এসে বলল, "কী হলো? এমন চেঁচাচ্ছিস কেন?" রূপা বলল, "তুমি রান্নাঘরের এই

ভয়ংকর অবস্থা করেছ কেন? আম্মু এসে আমাকে অনেক বকা দিবে। তোমার জন্য এর আগেরবার আমাকে এই ভারী হুইলচেয়ার নিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হয়েছিল"। বজলু মামা বলল, "থাকুক না! পরে পরিষ্কার করে ফেলব। চলো এখন একটু গল্প করি।" বলে রূপার হুইলচেয়ার ঠেলে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল। তারপর সোফায় বসে বলল, "তো বল, তোর কী অবস্থা?" রূপা বলল, "তুমি এসেছ প্রায় আধা ঘণ্টা হয়ে গেছে আর তুমি এখন জিজ্ঞাসা করছে যে আমি কেমন আছি?" বজলু মামা বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো বল, তোর জন্মদিন কেমন কাটল?" রূপা বলল, "ভালোই। অনেক গিফট পেয়েছি। তুমি বলেছিলে তুমিও গিফট দেবে। দিলে না তো!" বজলু মামা বলল, "কী গিফট দেবো সেটা ভাবতে ভাবতেই তো জন্মদিন চলে গেল। তবে একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম একজন বুড়ো লোক অনেক পুরনো জিনিস বিক্রি করছে। তাই সেখান থেকে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।" বলে বজলু মামা তার ঝোলা থেকে একটা কেতলি বের করল। কেতলিটাতে অনেক সুন্দর করে নকশা করা। ফুল-লতা-পাতা দিয়ে ছোট্ট একটা বন, তার মধ্যে ছোট্ট একটা মেয়ে লাল জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে মেয়েটাকে দেখলে বুকের মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। রূপা কেতলিটা দেখে খুব

খুশি হলো। বলল, "যাই এটাকে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখি।"

রূপা আসার পর বজলু মামা বলল, "কিরে তোর নাকি একটা ভাই হবে?" রূপা বলল, "ভাই না মামা, বোন।"

-একই কথা। তো তোর বোনের নাম কী দিবি? সোনা, মণি, মুক্তা? বলে মামা হা হা করে হাসতে থাকে।

-"মামা ফাজলামি কোরো না। আমার নীতি নামটা খুব ভালো লাগে।"

মামা বলল, "তোর যেইটা ইচ্ছা সেইটা রাখিস।" তারপর মামা হাতঘড়ি দেখে বলল, "আমার দেরি হয়ে যাচ্ছেরে রূপা। অন্য একদিন আসব।" তারপর উঠে যেতে যেতে হঠাৎ বসে পড়ে বলল, "তোর ওই কেতলিটা নিয়ে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। তোকে যে কেতলিটা দিয়েছি না, ওটা একটা জাদুর কেতলি। বৃদ্ধ লোকটা বলল, এই কেতলিটাতে নাকি একটা জিন থাকে, সেই জ্বীনটা মানুষের ইচ্ছা পূরণ করে। তবে গল্পের মতো তিনটা না, মাত্র একটা। অনেক স্পেশাল একটা। কিছুটা যা চাইবি তাই পাবি।" রূপা পুরোটা সময় মনোযোগ দিয়ে বজলু মামার কথা শুনছিল। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। বলল, "যতসব ফালতু গল্প। লোকটা তোমার সাথে মজা করেছে। এসব শুধু গল্পে হয় মামা, বাস্তবে না। সে যা হোক, তোমার গল্পের দুনিয়া থেকে বের হলে এখন যাও।

তোমার বাস মিস হবে। পরে তুমি আমার দোষ দেবে। আর আমার রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হবে।" মামা বলল, "বিশ্বাস করলি না তো! তুই নিজেই একদিন চেষ্টা করে দেখিস।"

-সে করব, তুমি এখন যাও।

রূপা বজলু মামাকে বিদায় দিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করল। রান্নাঘর পরিষ্কার করতে রূপার অনেকক্ষণ সময় লাগল। সব পরিষ্কার করা হয়ে গেলে রূপা তার নিজের ঘরে গেল। রূপার একটা ডায়েরি আছে, সেই ডায়েরিতে রূপা তার সব মনের কথা লিখে রাখে। আর তার দিনে যদি কোনো মজার বা অদ্ভুত কাণ্ড হয় তবে তাও লিখে রাখে। আজ সে বজলু মামা ও তার কেতলির কথাও লিখে রাখল। রূপার মা বাসায় আসেন ঠিক পাঁচটার সময়। রূপা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মাত্র তিনটা বাজে। রূপা ঠিক করল যে গল্পের বই পড়ে সময় পার করবে। তবে তার এখন কেন জানি বই পড়তে ইচ্ছা করছে না। সে ঠিক করল যে সে তার মামার দেওয়া কেতলিটাতে যেহেতু জিন আছে, এজন্য জিনের কাছে কী চাওয়া যায় তার একটা লিস্ট করবে। এটি ভেবে সে খাতা কলম নিয়ে বসল। তারপর সে লেখা শুরু করল। প্রথমেই লিখল সে যেন তার পা পায়। তারপর লিখল সে যেন অনেক ভালো একজন বন্ধু পায়। কারণ তার পা নেই এবং তার সবসময়

হুইলচেয়ারে চলাচল করতে হয় বলে কেউ তার বন্ধু হতে চায় না। তার স্কুলে একমাত্র বন্ধু ছিল নীতি, কিন্তু সে এখন তার পুরো পরিবার নিয়ে সৌদি আরব চলে গেছে। এমনকি যাওয়ার আগে তাকে বলেও যায়নি। চলে যাওয়ার একমাস পর তাকে ফোন করে জানিয়েছে যে সে চলে গেছে। তবে সে আর নীতি এখনো কথা বলে, এজন্য সে তার বোনের নাম নীতি রাখতে চায়। তারপর সে অন্য সকলের যেরকম মণিমুক্তা, ধনরত্নের ইচ্ছা থাকে সে ও সবরকম কিছু জিনিস চাইল। সবশেষে লিস্টটা এরকম হলো:

১। নিজের পা (যে পা নিয়ে অনেক জোরে দৌড়াতে পারবে)

২। অনেক ভালো একজন বন্ধু (যে সবসময় সাথে থাকবে)

৩। অনেক বড় একটি রাজপ্রাসাদ

৪। পুরো রাজপ্রাসাদ ভরতি সোনা

৫। তার মাথা সমান একটি মুক্তা

লিস্টটা আরো অনেক বড় ছিল তবে তার কাছে এই পাঁচটা জিনিসই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মনে হলো। রূপা জানে যে, সেই কেতলিতে আসলে কোনো জিন নেই, তবু সে অনেক ভেবেচিন্তে লিস্টটি করল। তারপর সে তার